



ফজরের নামায যথাসময়ে ত্যাগকারীর বিধান

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য প্রত্যেক নামায তার যথাসময়ে মসজিদে জামাআত সহকারে আদায় করা ওয়াজেব। আর প্রত্যেক সেই বিষয় থেকে দূরে থাকা জরুরী, যে বিষয় তাকে কোন নামায তার নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা থেকে বাধা দিতে পারে। বিশেষ করে ফজরের নামাযের জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত, যাতে ঘুমিয়ে থেকে জামাআত ছুটে না যায় বা তার সময় পার না হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ফজরের নামাযকে কোন মুসলিমের জন্য ভারী মনে করা উচিত নয়। মহানবী ﷺ বলেন, “মুনাফিকের জন্য সবচেয়ে বেশী ভারী নামায হল, এশা ও ফজরের নামায। ঐ উভয় নামাযে কি রাখা আছে তা যদি ওরা জানতো তাহলে হাঁটু গেড়ে হলেও তার জামাআতে এসে উপস্থিত হত।” (বুখারী, মুসলিম, আহমদ, আব্দুদাউদ, ইবনে মাজাহ)

সুতরাং এমন সব উপায় ও অসীলা অবলম্বন করা উচিত, যাতে যথা সময়ে উঠে ফজরের নামায জামাআত সহকারে পড়া সহজ হয়। যেমন সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়া, বেশী রাত না জাগা, কাউকে জাগিয়ে দিতে অনুরোধ করা, এলার্ম ঘড়ি ব্যবহার করা, ইত্যাদি।

এত বেশী রাত জেগে কুরআন তেলাওয়াত বা কোন ইলমী আলোচনা করাও বৈধ নয়, যার ফলে ফজরের নামায ছুটে যাওয়ার ভয় থাকে। সুতরাং টি,ভি-ভিসিআর দেখে, তাস খেলে অথবা অন্য কোন অবৈধ কারণে রাত জেগে ফজরের নামায নষ্ট করা যে কত বড় পাপের কাজ তা অনুমেয়। পক্ষান্তরে যদি ইচ্ছা করে কেউ ফজরের আযান শুনেও না ওঠে, অথবা তাকে জাগিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও না ওঠে, পরন্তু যে জাগিয়ে দেয় তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়, অথবা ইচ্ছা করেই ঘড়িতে এলার্ম ফজরের সময় না দিয়ে সূর্য উদয় হওয়ার পর ঠিক তার ডিউটির সময়ে দেয়, তাহলে এমন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট থেকে শাস্তির উপযুক্ত এবং শাসনকর্তৃপক্ষের নিকটেও শাস্তিযোগ্য।

আর ইচ্ছাকৃতভাবে বিনা ওয়ের ফজরের নামায সূর্য ওঠার পর আদায় করলেও যথাসময়ে নামায ত্যাগ করার জন্য (বহু উলামার ফতোয়া মতে) সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ, মহানবী ﷺ বলেন, “আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মাঝে চুক্তি হল নামায। সুতরাং যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করবে সে কাফের হয়ে যাবে।” (আহমদ, আব্দুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

আর মহান আল্লাহ কুরআনে বলেন, “নামাযীদের জন্য রয়েছে ‘ওয়াইল’ দোযখ; যে নামাযীরা তাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীনা।” (সূরা মাউন) অর্থাৎ, যারা নামায যথাসময়ে আদায় করে না। (দ্রঃ ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ১/৩৫২, ৩৬৫)

অতএব গাফলতি ছাড়ুন এবং যে কোন প্রকারে ফজর ও অন্যান্য নামায যথাসময়ে আদায় করুন। আল্লাহ আমাদেরকে খাঁটি মুসলমান করুন এবং আমাদের নামায কবুল করে নিন। আমীন।

দাওয়াত অফিস আল-মাজমাআহ থেকে প্রচারিত

এ অফিস আপনার দীনদারী ও সুচারিত্রের ব্যাপারে একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী

যোগাযোগ : ৪৩২৩৯৪৯